মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট-৯৩৫১
টেলিফোন : ০৪৬৬২-৭৫১৫
ফ্যাক্স : ০৪৬৬২-৭৫২২৪
ই-মেইল : chairman@mpa.gov.bd
ওয়েব সাইট : www. mpa.gov.bd

নং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৫(অংশ-১).২০১৮- ৩৭৩ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ।

বিষয় : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে আগামী ০৬২০১৮-০২- তারিখে অনুষ্ঠিতব্য মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : নৌপম এর পত্র নং- ১৮.০০.০০০০.০১৬.০৬.০০৪.১৬(অংশ-৪)-৯৯, তারিখঃ ০১২০১৮-০২- খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে আগামী ০৬২০১৮-০২- তারিখে জানুয়ারি২০১৮- মাসের অনুষ্ঠিতব্য সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আদিষ্ট হয়ে অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

স্বাক্ষরিত/ ০১-০২-১৮
কমডোর এ কে এম ফারুক হাসান, বিএন
চেয়ারম্যান

সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য :

যুগ্ম-সচিব (মোংলা বন্দর শাখা)
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে গত ০৯-০১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ।

ক্রঃ নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	অনিষ্পন্ন বিষয়াদি সংক্রান্তঃ (ক) হাসপাতালের কর্মরত নার্সদের ২য় শ্রেণীতে উন্নীতকরণ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গত ১২/০৭/২০১৭ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যে সকল তথ্যাদি চেয়ে থাকে তা মন্ত্রণালয়ের মবক শাখা ও মবক হতে দ্রুত প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং তথ্যাদি প্রেরণ করে তা টেলিফোনে অবগত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। (খ) মবক এর চেয়ারম্যান সভাকে জানান যে, বরাদ্দকৃত গাড়ীতে তেলে বরাদ্দকৃত সিলিং পর্যাপ্ত নয়। ফলে প্রায়শই অতিরিক্ত তেল ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু ওই অতিরিক্ত তেল ব্যবহারের ফলে অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে। মবক এর পাশে কর্মকর্তাদের স্বপরিবারে থাকার বিষয়ে আলোচনা হয়।	৩। (ক) হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের ২য় শ্রেণীতে উন্নীতকণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্রের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা এবং মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণায়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে এবং বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তথ্যাদি প্রেরণ করে তা শাখা হতে ও মবক হতে টেলিফোনে অবগত করবে। প্রয়োজনে ডিও লেটার দিতে হবে। (খ) মবক'র সকল কর্মকর্তাগণকে মবক'র এলাকায় স্বপরিবারে বসাবাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদামতে চেকলিষ্ট অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নৌপম এর মাধ্যমে গত ১০-০১-২০১৮ তারিখের পত্রে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তবে উক্ত পত্রের সাথে চেকলিষ্ট না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে চেকলিষ্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। সে মতে প্রস্তাব প্রেরণের কার্যক্রম চলমান। এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে আরো ২৩ টি অনিষ্পন্ন বিষয়াদি রয়েছে (সংযুক্তি-"ক" দ্রষ্টব্য)। (খ) ইতোমধ্যে মবক'র কতিপয় কর্মকর্তা মবক'র এলাকায় স্বপরিবারে বাসা স্থানান্তর করেছেন। উল্লেখ্য যে, মোংলাতে ১০ (দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ভবনগুলি নির্মানান্তে অবশিষ্ট কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে মবক এলাকায় বসবাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২.	শূন্যপদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গে: মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পদ ২৭৯৬। কর্মরত ১১৫৫, শূন্যপদ ১৬৪১, ২ টি স্লটে ৩৪৫+৫০৩ = ৮৪৮ টি পদের জন্য ছাড়পত্রের প্রস্তাব করা হয়েছে মর্মে প্রতিনিধি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ জানান।	১। মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তর / সংস্থায় বিদ্যামান শূন্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। সকল ধরনের নিয়োগ কোটা বিভাজনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের দূর্নীতি বা অনিয়মকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। প্রকৃত মেধাবীদের বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রদান করতে হবে। ২। ছাড়পত্র প্রাপ্ত শুন্যপদ দ্রুততার সাথে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ছাড়পত্রের সঙ্গে নিয়োগ কমিটি অনুমোদন করে নিতে হবে।	১। মবকতে গত মাস পর্যন্ত মোট শূন্য পদের সংখ্যা ছিল ১৬৪১ টি। বর্তমানে কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী অবসরে যাওয়ায় এবং মৃত্যুজনিত কারণে পদশূন্য হওয়ায় বর্তমানে শূন্য পদের সংখ্যা- ১৬৬৭ টি। উহার মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৮৪৮ টি পদের নিয়োগের ছাড়পত্র ১২/১০/২০১৭ তারিখে পাওয়া গেছে। ছাড়পত্রের শর্ত মোতাবেক উহার সত্যতা নিশ্চিতের জন্য মবক হতে ২৫/১০/২০১৭ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। নৌপম হতে প্রদত্ত ছাড়পত্রের সত্যতা নিশ্চিতের পর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তমতে ৮৪৮ টি পদের বিজ্ঞপ্তি প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ২। ইতোপূর্বে ছাড়পত্র প্রাপ্ত মোট (২৫+৪৭) = ৭২ টি পদের মধ্যে ২৫টি পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রার্থী চুড়ান্ত করণের লক্ষ্যে ও অবশিষ্ট ৪৭টি পদে নিয়োগের বিষয়ে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বাছাই কমিটির সভা আহবানের কার্যক্রম চলমান।

ক্রঃ নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩.	<u>অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ প্রসঙ্গে:</u> আলোচনাকালে দেখা যায়, নভেম্বর ২০১৭ মাসে অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ২৪৯০ টি, জড়িত টাকা ৫১৪০.৯৩৭১ কোটি টাকা। এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (অডিট) দপ্তর/সংস্থা হতে অডিট আপত্তির রিপোর্ট অভিন্ন ছকে তিনটি ধাপে সংগ্রহপূর্বক উপস্থাপন করেন।	১। দপ্তর/ সংস্থার মাসিক ভিত্তিক মোট অডিট আপত্তির বিস্তারিত তালিকা এবং নিষ্পত্তিকৃত তালিকা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবে। যত দ্রুত সম্ভব অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি করতে হবে। যুগ্মসচিব (অডিট) বিষয়গুলো যোগাযোগ করে নিষ্পত্তি করবে।	১। (ক) জানুয়ারি-২০১৮ মাসে মবক-এ কোন নতুন অডিট আপত্তি পাওয়া যায়নি। (খ) উক্ত মাসে কোন আপত্তির মীমাংসা পত্র পাওয়া যায়নি। (গ) মবক'র পত্র নং-২০০৮ তারিখ: ৩১-০৮-১৭ খ্রি: এর মাধ্যমে ২০১৪-১৬ এ উত্থাপিত ১৪টি অনুচ্ছেদের ব্রডশীট জবাব নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত ১৪টি আপত্তির মধ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে চিহ্নিত ৭টি অনুচ্ছেদের ব্রডশীট জবাব মবক'র পত্র নং ৪০৫২ তারিখঃ ১০-১০-১৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; যা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৩৪৮ তারিখঃ ২৯-১০-১৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। (ঘ) গত ০৭-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ১৭টি অমীমাংসিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় ৫টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। সে মতে কার্যবিরবনী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (ঙ) বর্তমানে অমীমাংসিত আপত্তির সংখ্যা ২১২টি; যার জড়িত টাকার পরিমান ১৬,৭২৩.৫৯ লক্ষ টাকা।
		২। মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখা অডিট আপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে প্রতিমাসে দ্বিপাক্ষিক/ত্রিপাক্ষিক সভা করবে এবং এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	২। সিদ্ধান্তমতে গত ০৭/১২/২০১৭ তারিখে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় ১৭ টি (অগ্রিম ১৩ টি + সাধারণ ৪টি) অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল।তন্মধ্যে ০৫টি আপত্তি (৩টি সাধারণ + ২টি অগ্রিম নিষ্পত্তির) সুপারিশ করা হয়েছে। সেমতে কার্যবিবরনী প্রস্তুত পূর্বক গত ২৯-০১-২০১৮ তারিখে পত্র সংখ্যক-৩২৩ এর মাধ্যমে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে।
		৩। অডিট আপত্তির জবাবগুলো আরও যৌক্তিক ও বস্তুনিষ্ট উপস্থাপনের জন্য অডিট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের আমন্ত্রন জানিয়ে সকল দপ্তর / সংস্থার অডিট বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।	৩। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
		৪। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (অডিট) প্রতি সপ্তাহে সভা করবে। অডিট অফিস হতে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় এর স্বাক্ষরে পত্র প্রেরণ করবে।	৪। মবক সংশ্লিষ্ট নয়।

ক্রঃ নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪.	মামলা সংক্রান্ত : যুগ্ম সচিব (অডিট ও আইন) মামলা সম্পর্কে দপ্তর / সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ করে এটর্নী জেনারেলের সহযোগীতা নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষে স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট দপ্তর / সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আদালতে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	১। মামলার নোটিশ প্রাপ্তির পরই ওকালতনামা, আইনজীবী নিয়োগ, অনুচ্ছেদ ওয়ারী বক্তব্য তৈরী করে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর নিকট পৌছানো এবং **Contempt of Court** এর বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা প্রধানগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংস্থা প্রধানগণ এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এতে কোন ব্যত্যয় ঘটলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর / সংস্থা দায়ী থাকবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্যানেল ল'ইয়ার নিয়োগ করতে হবে। মামলার বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত এবং আপডেট তথ্য রাখতে হবে। ২। সংশ্লিষ্ট দপ্তর / সংস্থাসমূহে যাদের অদ্যাবধি মামলার জবাব প্রেরণ বাকি রয়েছে তাদের মামলার নম্বরসহ দ্রুত জবাব প্রেরণ করবে। শাখা হতে এ জন্য তাগিদ প্রদান করতে হবে। ৩। দপ্তর/ সংস্থার প্রধানকে বিবাদী করে যে সব মামলা দায়ের করা হয়েছে, সেসব মামলার সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট তথ্য, গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। ৪। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে মামলাগুলোর বিষয়ে ফলোআপ করার জন্য ুকিছু সংখ্যক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। সংস্থা প্রধানগণ এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কর্মকর্তাগণ কোর্টে নিয়মিত যাতায়াত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট প্রদান করবেন। ৫। মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে আইন বাংলা অনুবাদের জন্য সংস্থার মাধ্যমে এক্সপার্ট নিয়োগ দিতে হবে এবং এর যাবতীয় খরচগুলো সংস্থা বহন করবে।	১। মামলার নোটিশ প্রাপ্তির পরই গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে মবক এ কোন কনটেম্পট মামলা নেই। ২। সিদ্ধান্ত মোতবেক মামলার জবাব/ঘটনার বিবরনী আইন উপদেষ্টার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। আইন উপদেষ্টাগণকে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ৩। মবককে বিবাদী করা হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা বর্তমানে ১০৮ টি। মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতবেক প্রতিমাসে সচিব মহোদয় বিবাদীভুক্ত আছেন এমন মামলার তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া মবক সংশ্লিষ্ট (বাদী ও বিবাদী) মোট মামলার সংখ্যা-১৬৬ টি। ৪। প্রশাসন বিভাগের শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা ও জুনিয়র অফিসার নিয়মিত আদালতে গমন পূর্বক মামলার ফলোআপ সংস্থার প্রধানকে অবহিত করেন। ৫। ইতোমধ্যে মবক'র সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ চট্টগ্রাম বন্দরের আলোকে বাংলায় অনুবাদ করে নৌপম এর মাধ্যমে গত ১৯-১১-২০১৭ তারিখে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকাতে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দপ্তর/সংস্থার প্রধানকে আরো বেশী আন্তরিক হতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে যথাযথভাবে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে আরো সতর্ক হতে হবে। ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কোন অবস্থায় পেন্ডিং থাকতে পারবে না। ৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং কার্যকর ব্যবস্থা নিবে। ৪। সংশ্লিষ্ট দপ্তর / সংস্থা প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। ৫। বিভিন্ন প্রকল্প এর সাথে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক প্রকল্প কাজের অগ্রগতি মনিটরিং/পরিদর্শন করবেন।	১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ০২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পেন্ডিং রাখা হয় না। ৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মোংলা বন্দরের উন্নয়নের জন্য একটি ধারণাপত্র প্রস্তুতপূর্বক গত ০২-০৮-২০১৭ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৪। মবক কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ৫। মবক'র বিভিন্ন প্রকল্প এর সাথে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক প্রকল্প কাজের অগ্রগতি মনিটরিং/পরিদর্শন করে থাকেন। ।

ক্রঃ নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৬.	<u>মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত :</u> ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ হতে ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত এবং ২৪ মার্চ ১৯৮২ হতে ১১ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশ ফরমেট অনুসারে দ্রুত হালনাগাদকরণ ও বাংলা ভাষায় প্রণয়ন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ০৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। এ নির্দেশনা অনুসরণের জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। শাখাসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ কার্যদিবসের পূর্বে দপ্তর/ সংস্থা হতে সংগ্রহ করে উক্ত প্রতিবেদন (হার্ডকপি ও সফটকপি) মন্ত্রনালয়ের প্রশাসন-১ শাখায় প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব সমন্বিত প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। ২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে।	১। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে (হার্ডকপি ও সফটকপি) মন্ত্রনালয়ের প্রশাসন-১ শাখা সহ নৌপম এর মবক শাখায়ও প্রেরণ করা হয়ে থাকে । ২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের জন্য নৌপম এ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
□.	<u>আইন বাংলায় অনুবাদ সংক্রান্ত:</u> ১। দপ্তর/সংস্থা সংশ্লিষ্ট ইংরেজী ভাষায় প্রণীত আইন বাংলায় অনুবাদ বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ০১টি আইন বাংলায় অনুবাদ করা আছে, ০৮টি প্রক্রিয়াধীণ আছে। Pilotage Ordinance 1969 গুলো অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন। ২। Pilotage Ordinance 1969 টি বাংলা ভাষান্তর করার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয়/জাহাজ শাখা নিশ্চিত করবেন মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	১/(ক) যে আইনগুলো এখনও বাংলায় অনুবাদ করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা অনুবাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রতিটি আইন আপডেট করতে হবে। (খ) আইনগুলো বই আকারে প্রস্তুত করার জন্য নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করবেন। (গ) কোন দপ্তর/সংস্থা যে কয়টি আইন এখনও বাংলা ভাষায় রুপান্তর হয়নি তার তথ্য দপ্তর/সংস্থাসমূহ জরুরী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখায় প্রেরণ করবে। (ঘ) দপ্তর/সংস্থা বর্ণিত আইনসমূহ বাংলা ভাষায় রুপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং অনুবিভাগ/শাখা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সংশ্লিষ্ট শাখা বিষয়টি তদারকি করবে। (ঙ) আইনগুলো অনুবাদের বিষয়ে সংস্থাগুলোকে এক্সপার্ট নিয়োগ করতে হবে। সে সাথে এক্সপার্টের খরচ সংস্থাগুলো বহন করবে। ২। The Port Act, 1908 এবং The Light House Act, 1927 বাংলায় ভাষান্তর/হালনাগাদ জরুরী ভিত্তিতে সংশোধন করতে হবে।	(ক) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিম্নোক্ত দুটি আইন যথাঃ ১। The Mongla Port Authority Ordinance-1976 ২। The Protection of Ports (Special Measures) Act. 1948, Act No. xvii of 1948. আইন বাংলায় অনুবাদ করে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট। (গ) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ০২টি আইন যথাঃ- (১) The Mongla Port Authority Ordinance-1976 বাংলায় রূপান্তর করে গত ০৬-০৮-২০১৭ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে গত ১৭/০৯/২০১৭ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত আইনটি ভেটিংয়ের জন্য নৌপম হতে গত ১৯-১১-২০১৭ তারিখে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকাতে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) The Protection of Ports (Special Measures) Act. 1948, Act No. xvii of 1948. বাংলায় রূপান্তর করে গত ৩১/১০/২০১৬ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।পরবর্তীতে ২৮/১১/২০১৭ খ্রিঃ পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (ঘ) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তদারকি চলমান। (ঙ) মবক'র ০২টি আইন বাংলায় রুপান্তর করে গত ১৯-১১-২০১৭ তারিখ নৌপম এর মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২। মবক সংশ্লিষ্ট নয়।

ক্রঃ নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৮.	<u>মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগদকরণঃ</u> সিস্টেম এনালিষ্ট সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট প্রকাশযোগ্য তথ্যাদি নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণের কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেইজটির ব্যবহার বাড়ানোর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে। মন্ত্রনালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২। প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটও নিয়মিত হালনাগাদ রাখতে হবে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এ প্রদর্শিত হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তির জন্য দপ্তর/ সংস্থা প্রতিদিন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত পরিদর্শন করবে। ৩। মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো ফেসবুকে বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা গুরুত্বের সাথে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। ৪। মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেজে সংশ্লিষ্ট সকলকে লাইক ও শেয়ার দিয়ে সংযুক্ত থাকতে হবে।	১। মবক সংশ্লিষ্ট নয়। ২। মবক’র ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রত্যহ আপলোড করা হয়ে থাকে। যথাঃ- ১। বন্দরে জাহাজ সংখ্যা, ২। খালি কন্টেইনার সংখ্যা, ৩। দৈনিক সারঞ্জাম অবস্থা, ৪। রেফার প্লাগ পয়েন্ট সংখ্যা, ৫। নোটিশ বোর্ড ও বিজ্ঞপ্তি, ৬। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, ৭। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ৮। বার্দিং শিডিউল, ৯। প্রকাশনা ও প্রেস রিলিজ, ১০। জোয়ার ভাটা ও নেভিগেশনাল তথ্য, ১১। মবক’র কর্মকর্তাদের তথ্য, ১২। ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক ও মাসিক প্রতিবেদনসমূহ, ১৩। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তথ্য এবং ১৪। ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য আপলোড, যথাঃ (ক) ইনোভেশ কর্নার (খ) এসপিএস কর্নার। মবক হতে প্রত্যহ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এ প্রদর্শিত হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। ৩। মবক সংশ্লিষ্ট নয়। ৪। মবক সংশ্লিষ্ট নয়।
৯.	<u>ইনোভেশন টিম এর কার্যক্রমঃ</u> সভায় জাননো হয় যে, মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম এর কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্নকরণের জন্য প্রতিমাসে নিয়মিত সভা করা হয়। সভাপতি মহোদয় মন্ত্রণালয়সহ দপ্তর/সংস্থার কাজগুলোকে সহজীকরণ, দ্রুতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের আরো বেশি আন্তরিক হতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম এর কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের আইটি শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২। প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা হতে ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত দুটি উদ্ভাবনী কাজের অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভার পূর্বেই মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। ৩। দপ্তর/সংস্থা প্রধান নিজস্ব ইনোভেশন টিম এর কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করবে। ৪। ইনোভেশন কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে নিয়মিতভাবে প্রচার করতে হবে।	১। মবক সংশ্লিষ্ট নয়। ২। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে ইনোভেশন টীম কর্তৃক গৃহীত তিনটি উদ্ভাবনী কাজের অগ্রগতির কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ- (ক) অন লাইনে চাকুরীর আবেদন গ্রহণ (খ) মোংলা বন্দরে তথ্য আর্কাইভ তৈরিকরণ এবং (গ) নির্মাণ ঠিকাদারদের অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ সহজিকরণ। ৩। মবক’র চেয়ারম্যান মহোদয় নিজস্ব ইনোভেশন টীম এর কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করে থাকেন। ৪। মবক সংশ্লিষ্ট নয়।

ক্রঃ নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১০.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি : APA টিম এর সংশ্লিষ্ট ফোকাল পার্সন সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ০৬-০৭-২০১৭ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্বাক্ষর হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে আওতাধীন ১১টি দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১৫-০৬-২০১৭ তারিখে স্বাক্ষর হয়েছে। এপিএ টিমএ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মনোয়ার হোসেন কে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে মর্মে জানানো হয়েছে। APA তে মন্ত্রণালালয়ের স্কোরের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যাপারে আলাদাভাবে সভা করতে হবে। কার স্কোর কত তা দেখে সচিব মহোদয়কে রিপোর্ট করতে হবে। ২। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষজ্ঞ পুল ও APA টিম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রত্যেক সংস্থার উন্নয়ন কাজে কত ব্যয়, কত খরচ তা যুগ্ম-সচিব (বাজেট) সভা ডেকে তা নিষ্পত্তি করবে। ৩। লক্ষ মাত্রা অনুযায়ী অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার জন্য সকল দপ্তর/সংস্থায় ও মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট। ২। যুগ্ম-সচিব (বাজেট) সভা আহবান করলে মোংলা বন্দরের উন্নয়ন কাজের ব্যয় ও খরচের বিবরনী প্রেরণ করা হবে। □। লক্ষ মাত্রা অনুযায়ী অর্জনের বিষয়ে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট।
১১.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলঃ সভায় অবহিত করা হয় যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২১-০৬-২০১৭ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চার জন্য এ মন্ত্রণালয়ে ০১ জন কর্মচারিকে পুরষ্কার প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিমাসে শ্রেষ্ঠ কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবিসহ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যেতে পারে।	দপ্তর/ সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারণা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/ সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবিসহ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে, তার ভিত্তিতেই প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	পত্র নং-৩১, তারিখঃ ০২-০১-২০১৮ এর মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ২য় ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১২.	<u>ই-ফাইলিং সংক্রান্ত :</u> মন্ত্রণালয়ের কাজে গতি সঞ্চার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারী পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিছু কিছু শাখায় ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে আরো বেশি উদ্যোগি হওয়ার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি ই-ফাইলের পাশাপাশি ই-সার্ভিসের উপরও গুরুত্বারোপ করেন। প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা তাদের যে কোন একটি সার্ভিসকে ই-সার্ভিসে রুপান্তরের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং ই-ফাইলিং এ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে টার্গেট নির্ধারন করেন। এ লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করে অগ্রসর হবার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানকে নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিষ্ট ও প্রোগ্রামার প্রতিদিন সচিব মহোদয়ের সাথে ই-ফাইল বিষয়ে রিপোর্ট করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	১। সকল শাখায় ই-ফাইলিং চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রতিমাসে প্রত্যেক শাখা হতে ১০টি ডাক থেকে নোট সৃজন, ১২টি নথি নিষ্পত্তি ও ৪টি পত্র জারী করতে হবে। ৩। শাখা কর্মকর্তাগণ (সহঃ সচিব/সিনিঃ সহঃ সচিব/উপ সচিব) প্রতি সপ্তাহে ০১ দিন (হতে পারে বুধবার বেলা ২.৩০ ঘটিকা) উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কিনা তা প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা পূর্বক নিশ্চিত করবেন। ৪। উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ (যুগ্ম সচিব ও তদুর্ধ্ব) দিনে ০২ বার ই-ফাইলিং এ প্রবেশ করতঃ আগত নথি/ডাক নিষ্পত্তি করতে পারবেন। ৫। সকল দপ্তর/ সংস্থা ই-ফাইল কার্যক্রমের অগ্রগতি/ তথ্যাদি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। প্রয়োজনে কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। ৬। প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা ই-ফাইলিং এর পাশাপাশি যে কোন একটি সার্ভিসকে ই-সার্ভিসে রুপান্তরের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এ লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করবে। ৭। শাখা ভিত্তিক পারফরমেন্স সকলের অবগতির জন্য মাসিক সমন্বয় সভায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে এবং লক্ষমাত্রা অর্জনের বিষয়ে শাখার কর্মকর্তাগণ সভাকে অবহিত করবেন। ৮। পরবর্তী সমন্বয় সভায় মন্ত্রণালয় এর পাশাপাশি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে ই-ফাইলে ১ম স্থান অর্জন করবে তাদেরও পুরস্কার দিবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট উদ্যোগ নিবে।	১। মবক'র সকল বিভাগে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান। ২। জানুয়ারি-২০১৮ মাসে ৩০ টি ডাক থেকে নোট সৃজন, ৮০ টি নথি নিষ্পত্তি ও ৯৫ টি পত্র জারী করতে হবে। ৩। মবক সংশ্লিষ্ট নয়। ৪। মবক সংশ্লিষ্ট নয়। ৫। মবকতে ই-ফাইল কার্যক্রমের অগ্রগতি/ তথ্যাদি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয় এবং কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ৬। মবকতে ই-ফাইলিং এর পাশাপাশি দুটি সার্ভিসকে ই-সার্ভিসে রুপান্তরের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যথাঃ ক। বর্তমানে Asycuda World System ব্যবহার করে এনবিআর থেকে সরাসরি ই-মেইল এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে জাহাজের আগমন/ নির্গমনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। খ। বন্দর ব্যবহারকারীদের সাথে মোবাইল ভয়েস কলের মাধ্যমে তথ্য নিয়ে প্রতিদিনের মালামাল খালাস/ বোঝাইয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। ৭। মবক সংশ্লিষ্ট নয়। ৮। গত ০৯/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত নৌপম মাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে জানা গেছে নৌপম সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে মবক ই-ফাইলিং এ ১ম স্থান অর্জন করেছে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৩.	ই-টেন্ডারিংঃ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থায় ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম চালূর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। বিআইডব্লিউটিএ, টিসি, মবক, চবক, বাস্থবক, বিএসসি ই-টেন্ডারিং এ অংশগ্রহণ করবে মর্মে প্রোগ্রামার সভাকে অবহিত করেন।	প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থায় ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে কিনা, তার তথ্য সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখা সভাকে অবহিত করবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ১১ টি ক্রয় কার্য ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ১৪ টি ই-টেন্ডারিং কাজ চলমান এবং আরও ০৩ টি কাজ প্রক্রিয়াধীণ। ১। প্রক্রিউরমেন্ট অফ পিএ সিস্টেম ফর কনফারেন্স রুম, ২। প্রক্রিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার ফর অটোমেশন, ৩। রুজভেল্ট জেটির গ্যাংওয়ে নির্মান কাজ, ৪। বার্দিং পন্টুন উইফ মুরিং গিয়ার সরবরাহ, ৫। ই-জিপি এর মাধ্যমে ১০ টি মুরিং বয়া সংগ্রহ। ৬। কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্থানের জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল সংগ্রহ, ৭। কর্তৃপক্ষের খুলনাস্থ আবাসিক এলাকার জন্য ৩৫০ কেভিএ জেনারেটর সংগ্রহ ইত্যাদি।
১৪.	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) : সভায় অবহিত করা হয় যে, এ বিষয়ে কার্যক্রম যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে। আরটিআই ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে জনাব শাহ্ এএসএম হাবিবুর রহমান হাকিম, উপসচিব কে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদানের পর তথ্য প্রদান করতে হবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।
১৫.	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্তঃ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে নিয়মিত সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	১। সকল শাখা দপ্তর / সংস্থা হতে অভিযোগের হালনাগাদ তালিকা সংগ্রহ করে যথাযথ প্রতিবেদন (হার্ডকপি ও সফটকপি) প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে প্রশাসন-৩ শাখায় প্রেরণ করবে। ২। অভিযোগ নিস্পত্তির বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব পৃথক সভা করবেন এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১। মবক'র সকল দপ্তর হতে অভিযোগের হালনাগাদ তালিকা সংগ্রহ করে যথাযথ প্রতিবেদন (হার্ডকপি ও সফটকপি) প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে প্রশাসন-৩ শাখায় প্রেরণ করা হয়। ২। মবক সংশ্লিষ্ট নয়।

ক্রঃ নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
□□.	<u>বিবিধ :</u> (ক) <u>মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ</u> প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কমপক্ষে ০৩ (তিন) কর্মদিবস পূর্বে সকল শাখা/অধিশাখা হতে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়। তথাপি অধিকাংশ শাখা হতে হালনাগাদ তথ্যাদি প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণে বা শাখা কর্মকর্তাকে অবহিত না করে প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের কারণে কার্যপত্রে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অংশটি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না মর্মে সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩) সভাকে অবহিত করেন। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা পুরাতন ফাইলগুলোর কভার পরিবর্তন করে মানসম্পন্ন ফাইল কভার দিয়ে ফাইল তৈরী করার উপর আলোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিটি সভার কার্যবিবরনী সভা সমাপ্ত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে নথি উত্থাপিত করতে হবে। আগামী ২৬ মার্চ ২০১৮ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় সদরঘাট থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত নৌপথে বিশিস্ট শিল্পীগণের অংশগ্রহণে দেশাত্নবোধক সংগীত পরিবেশনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। চট্টগ্রাম, খুলনা ও মোংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল ও চাঁদপুর বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোষ্ট গার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐ দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনাসাধারণের দর্শণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে বিধায় উক্ত ঘাটগুলো জনসাধারণের উদ্দেশ্যে খোলা রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	(ক) প্রত্যেক শাখা / অধিশাখা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার ০৩ (তিন) দিন পূর্বেই পূর্ববর্তী সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন স্বাক্ষরপূর্বক প্রশাসন-৩ শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। (খ) অগ্রগতি প্রতিবেদন হার্ডকপির পাশাপাশি সফট কপি প্রশাসন-৩ শাখার ই-মেইলযোগে **sas.admin1@mos.gov.bd** প্রেরণ করতে হবে। (গ) দপ্তর/ সংস্থা হতে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের স্ব-স্ব শাখায় প্রেরণ করবে। এরপর সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সমন্বিত প্রতিবেদন প্রশাসন-৩ শাখায় প্রেরণ করবে। (ঘ) এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা মানসম্মত ফাইল কভার সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (ঙ) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভাগুলোর কার্যবিবরনী সভা সমাপ্ত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে কার্যবিবরনীর নথি উপস্থাপন করতে হবে। (চ) আগামী ২৬ মার্চ ২০১৮ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিসি সদরঘাট থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত নৌপথে বিশিস্ট শিল্পীগণের অংশগ্রহণে দেশাত্নবোধক সংগীত পরিবেশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (ছ) সে সাথে চট্টগ্রাম, খুলনা ও মোংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল ও চাঁদপুর নদী বন্দরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোষ্ট গার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐ দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনাসাধারণের দর্শণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে বিধায় উক্ত ঘাটগুলো জনসাধারণের উদ্দেশ্যে খোলা রাখা এবং ঘাটগুলোকে সুসজ্জিত করবে। এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ উদ্দ্যোগ গ্রহণ করবে এবং তার অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে।	(ক) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিমাসে নৌপম এ অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার ০৩ (তিন) দিন পূর্বেই পূর্ববর্তী সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রশাসন-৩ শাখায় প্রেরণ করা হয়। (খ) অগ্রগতি প্রতিবেদন হার্ডকপির পাশাপাশি সফট কপি প্রশাসন-১ শাখাসহ নৌপম এর মবক শাখায়ও ই-মেইলযোগে প্রেরণ করা হয়। (গ) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অগ্রগতি প্রতিবেদন নৌপম এর মবক'র শাখায় প্রেরণ করা হয়। (ঘ) মবক সংশ্লিষ্ট নয়। (ঙ) মবক সংশ্লিষ্ট নয়। (চ) মবক সংশ্লিষ্ট নয়। (ছ) মবক সংশ্লিষ্ট নয়।

স্বাক্ষরিত/ ০১-০২-১৮
চেয়ারম্যান